বিএনপি-জামাত জোটদস্যু সরকারের আমলনামা

তথ্য ও গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বিএনপি-জামাত জোটদস্যু সরকারের আমলনামা

সংকলন ও সম্পাদনা
নূহ-উল-আলম লেনিন

সম্পাদনা সহযোগী
আফজাল হোসেন
আনিস আহমেদ

প্রথম প্রকাশ: ২৭ মে, ২০০৬

প্রকাশ করেছেন
নূহ-উল-আলম লেনিন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

অক্ষর বিন্যাস
তথ্য ও গবেষণা বিভাগ

মূল্য : ৫.০০ (পাঁচ) টাকা মাত্র

RECORD OF MISDEEDS OF BNP-JAMAT UNHOLY ALLIANCE
First Published : May 2006
Edited and published by Nooh-ul-Alam Lenin
Secretary, Information and Research
Bangladesh Awami League
E-mail : alresearch2003@hotmail.com, Website: www.albd.org
23 Bangabandhu Avenue, Dhaka-1000
Price : Tk. 5.00

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সাড়ে চার বছরের সংবিধান লংঘন, দুঃশাসন, হত্যা-সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি-দলীয়করণ এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও প্রতারণার বিবরণ

খালেদা-নিজামী জোট সরকারের গত সাড়ে চার বছরের দুঃশাসন ও অসংখ্য অপরাধের মধ্যে থেকে আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ জনগণের আদালতে উত্থাপন করছি।

চারদলীয় জোট ও খালেদা-নিজামী সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সংবিধান লঙ্ঘন, হত্যা, খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি, দখল, অগ্নিসংযোগ, অস্ত্র চোরাচালান, প্রতারণা, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, মানি লন্ডারিং, অঙ্গীকার ভঙ্গ, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, কালো টাকা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের নিম্নলিখিত ১২০ ক, খ; ৩০২ বিপিসি; ৩০৭ বিপিসি; ১৯ এএনএফ অস্ত্র আইন; ৩২৪/৩২৫, ৩২৬, ৩০২ দ. বি. ৩৭৫/৩৭৬ দ. বি. ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৪, ৩৬৬; নারী ও শিশু নির্যাতন আইন/২৯০; ৯/(১) (২) (৩) (৪) ক, খ, গ /৫, ৯ ক, ১০; ৩৮৫ দ. বি.; ৩৭৯/৩৯২, ৩৯৪/৩৯৫/৩৯৬/৩৯৭ দ. বি. ১০৯/১১৪ দ. বি. ৪২০/৪০৭/৪০৮ দ. বি.; মানি লন্ডারিং আইন ৬/৭; বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ৪ প্রভৃতি ধারায় খালেদা জিয়াসহ জোট সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংশি-ষ্ট গডফাদার এবং অন্যান্য অপরাধীদের বিচার হতে পারে। নিচে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ও তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

অপরাধ ও অভিযোগসমূহ

সংবিধান লঙ্ঘন, গণতন্ত্র হত্যা, অকার্যকর সংসদ

- ভবিষ্যতে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন বানচাল এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার, কারচুপি ও ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হওয়ার উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান;
- নির্বাচন কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার ও আজ্ঞাবাহী করা, নির্বাচনে কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহারের হীন উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ না করা;
- ভোটাধিকার হরণ : নির্বাচনে কারচুপি-ষড়যন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে প্রকৃত ফলাফল পাল্টে দেওয়া;
- জাতীয় সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেওয়া, সংসদে মিথ্যা কথা বলা এবং সংসদ অকার্যকর করা এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ;
- বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ১২৪৪টি মুলতবি প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাব ১৩৭টি, সাধারণ আলোচনা ৯১টি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট ৯২১টি প্রশ্নসহ মোট ৯,৯৫৬টি নোটিশের সবকয়টি বাতিল করে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং সংসদকে কার্যত একদলীয় সংসদে পরিণত করা,

- জোট সরকারের নির্দেশে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে অভিযোগ উত্থাপন এবং তাদের বিচার করা যাবে না– এই মর্মে 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি' আইন পাশ করা, যা সংবিধানের মৌলিক চেতনার পরিপন্থি।
- সরাসরি নির্বাচনের বিধান না রেখে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি, দ্রুত বিচার আদালত আইন, বার কাউন্সিল অ্যাক্ট সংশোধন, সিভিল প্রসিডিউর এবং ক্রিমিনাল (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন-২০০৩ প্রভৃতি গণবিরোধী আইন পাশ করে জাতীয় সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা;
- বিরোধী দলের নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা, ২১ আগস্টের গণহত্যা, সংসদ সদস্য ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও সংসদ সদস্য আহসান উল-াহ মাস্টারের হত্যাকাণ্ড, সংসদ সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফর উল-াহ, ড.আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা, তাদের আহত হওয়ার ঘটনার ওপরও সংসদে কোনো আলোচনা করতে না দেওয়ার মাধ্যমে অধিকার ক্ষুণ্ন করা;
- সরকার পক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কোরাম সংকট সৃষ্টি করে সংসদকে গুরুত্বহীন করা;
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতে না দিয়ে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর নিয়মিত ফাংশনিং না করে জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করা;
- হেবরনে ইসরাইলি হামলার ঘটনায় তৎকালীন বিএনপি সরকার সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণে যেমন বাধা দিয়েছিল এবারও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্পিকার সংসদে মহানবীর ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কনের বিরুদ্ধে আলোচনা ও নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ বন্ধ করে দেয়।
- জঙ্গি হামলা, হত্যা-সন্ত্রাস এবং কানসাটে ২০ জন কৃষক হত্যার বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতে না দেওয়া;
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দুর্নীতি, বিদ্যুৎ ও ডিজেল সঙ্কটসহ জনজীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য প্রদত্ত বিরোধীদলের নোটিশ বাতিল;

হত্যা-সন্ত্রাস, মানবাধিকার লংঘন

- বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর করার পথে বাধা সৃষ্টি এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করা ;
- জেল হত্যার বিচারকার্য যথাযথভাবে না করা;
- বিএনপি-জামাত জোট রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে গত সাড়ে চার বছরে শাহ এ এম এস কিবরিয়া এমপি, আহসানউল-াহ মাস্টার এমপি, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজউদ্দিন আহমদ, কৃষক নেতা এস এম আজম, ছাত্রনেতা সাইফুল রসুল পলাশ, অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু প্রমুখসহ হাজার হাজার

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা এবং লক্ষাধিক নেতা-কর্মীকে আহত ও পঙ্গু করা;

- লক্ষ লক্ষ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা, লুট, অগ্নিসংযোগ, বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল, নির্যাতন এবং ছয় লক্ষাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ১ লক্ষাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের;
- সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করেও জোট সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে; বিএনপি-জামাত জোটের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও সামাজিক সন্ত্রাসের ফলে সাড়ে চার বছরে ৪০ হাজার ৬৫৮ জন মানুষকে হত্যা এবং রাজনৈতিক নিপীড়নে ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৬৭ জনকে আহত করা;
- গত সাড়ে চার বছরে ৭৭ হাজার ৯৫০ জন নারী, শিশু-কন্যাকে বিএনপি-জামাত জোটের ক্যাডার ও সন্ত্রাসী কর্তৃক ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নির্যাতন, অপহরণ ও পাচার;
- দেশে গড়ে দৈনিক ৯টি করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। *(মানবাধিকার প্রতিবেদন, ইত্তেফাক-৩ মে,২০০৬);*
- এথনিক ক্লিনজিং : দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোট পরিকল্পিতভাবে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো, পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামীর মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসংখ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, আহত করা, নারীদের সম্ভ্রমহানি ও ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করেছে জোট সন্ত্রাসীরা;
- ক্ষমতায় এসেই ৪০ হাজার সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে সাধারণ ক্ষমা প্রদান এবং ৭০ হাজার হাজতি সন্ত্রাসীকে মুক্তি দিয়ে সন্ত্রাসীদের লালন-পালন;
- বিএনপি ক্যাডার পলাতক ফাঁসির আসামি জিন্টুকে ২২ বছর পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুপারিশে রাষ্ট্রপতির সাজা মওকুফ।
- ডাকাতি, লুট, দখল, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ ২১ লাখ ৩৩ হাজার ২২৯টি।
- বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিয়ম, দুর্নীতি রোধ ও দাম কমানোর দাবি জানানোয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে উপর্যুপরি ২০ জন কৃষক হত্যা।
- রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ, পানি সংকট ও হামলা, গ্রেপ্তার-নির্যাতন।
- জোট সরকার তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে দলীয় সন্ত্রাসী-ক্যাডারদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার এবং জামিনে মুক্তি দিতে শুরু করেছে। ফলে সরকারি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী গডফাদারগণ বেপরোয়া হয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, দখল এবং চাঁদাবাজি বাড়িয়েছে।

উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠী ও জোট সরকারের যোগসাজশ

- বাংলাদেশে জোট সরকার ও বিএনপি-জামাতের মদতে ৫৪টি উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি সংগঠন এবং ইসলামি এনজিওর আড়ালে বিদেশী জঙ্গি-মৌলবাদী সংগঠন দেশব্যাপী

সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে;

- জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে অনিরাপদ রাষ্ট্র ঘোষণা। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেশের সুনাম, মর্যাদা ও ভাবমূর্তি নস্যাৎ করা;
- উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠী 'জেএমবি' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' সরকারের মদতদান, বাংলা ভাই সংবাদপত্রের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করা এবং শরিক দল জামাতের ক্যাডারদের গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেওয়া;
- প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, তারেক রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিএনপি-জামাত জোট কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা, আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা, শত শত নেতা-কর্মীকে আহত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ইচ্ছাকৃতভাবে চিহ্নিত ও গ্রেফতার না করা এবং আন্তর্জাতিক তদন্তে অস্বীকৃতি;
- ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা। দুই বছর পরেও অপরাধীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করতে সরকারের ব্যর্থতা;
- সরকারের যোগসাজশে হত্যার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি ও সিলেটের মেয়র কামরানের ওপর গ্রেনেড হামলা এবং কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি-র ওপর আক্রমণ;
- ড. হুমায়ুন আজাদ মারাত্মকভাবে আহত, তৎপরবর্তীতে রহস্যজনক মৃত্যু, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও শাহরীয়ার কবিরকে গ্রেফতার, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যার হুমকি;
- ১৭ আগস্ট ২০০৫ দেশব্যাপী ৬৩টি জেলায় সাড়ে তিন শতাধিক স্থানে পাঁচ শতাধিক বোমা হামলাসহ উগ্র সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠীর সাড়ে চার বছরে বাজার, সিনেমা হল, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আদালতসহ ছয় শতাধিক স্থানে বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং ১৩৭ জনকে হত্যা ও ২০৩৮ জনকে আহত করার ঘটনা প্রতিরোধে ব্যর্থতা, প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার না করা এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সরকারি মদতদান;
- বিএনপির মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের জঙ্গিবাদীদের সঙ্গে সংশি-ষ্টতার ব্যাপারে সাংসদ আবু হেনার অভিযোগের তদন্ত না করে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা;
- শেখ হাসিনা হত্যা প্রচেষ্টার প্রধান আসামি ও অস্ত্র মামলার যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত হরকাতুল জেহাদ নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎ, তাকে গ্রেফতার না করার আশ্বাস ও জঙ্গি তৎপরতা চালানোর সমঝোতা এবং তার মার্সি পিটিশনে প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী ও বিএনপি নেতাদের সুপারিশ;
- বাংলাদেশে আফগানিস্তানের মতো তালেবানি বিপ-বের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও জামাত ও ইসলামি ঐক্যজোটের আমিনীদের গ্রেপ্তার না করে বিএনপি কর্তৃক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান;

- হাওয়া ভবনের তত্ত্বাবধানে এবং সরকারি গোয়েন্দাসংস্থার বিশেষ আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক, বগুড়ায় ১ ট্রাকসহ অব্যাহত অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক চোরাচালানি এবং প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার না করে বাংলাদেশকে অস্ত্র চোরাচালানের রুটে পরিণত করা;
- রোহিঙ্গা জঙ্গিদের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহার করতে দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে জোট সরকার তাদের আশ্রয়ে থাকা কয়েকজন জঙ্গি নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার নাটকের অবতারণা করে। ধৃত জঙ্গি নেতারা আদালতে সরকারের জঙ্গিদের সংশি-ষ্টতার বিষয় ফাঁস করে দেওয়ায় জঙ্গি গ্রেফতার বন্ধ হয়ে গেছে। জেলা/উপজেলা কমান্ডার ও সার্বক্ষণিক (এহসার/গায়েবে এহসার) কর্মীসহ এখনো দুই সহস্রাধিক জঙ্গি জামাত-বিএনপির নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছে। আগামী নির্বাচনে এই জঙ্গিদের দিয়ে আওয়ামী লীগ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর হামলার পরিকল্পনা;

বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড :

- গত সাড়ে চার বছরে অপারেশন ক্লিনহার্ট পরিচালনাকালে হার্ট অ্যাটাকের নামে ৫৮ জন এবং ক্রসফায়ারের নামে র‌্যাব ও পুলিশ কর্তৃক ২০ মে ২০০৬ পর্যন্ত ৬২০ জন মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমুহের হেফাজতে কয়েকশত মানুষ হত্যা;
- আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের অর্ধশতাধিক স্থানীয় প্রভাবশালী, ত্যাগী ও সৎ নেতা-কর্মীকে ক্রসফায়ারে হত্যা এবং এসব হত্যাকাণ্ডের মামলা গ্রহণ না করা;
- বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই ধারা অব্যাহত আছে;

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেটের লুটপাট

- দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতায় রাখার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে জোট সরকার। জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে ১৫০-২০০ গুণ। চাল, ডালসহ কোনো কোনো পণ্যের দাম বেড়েছে ৬০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ। সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।
- সরকারের মদদপুষ্ট "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট" নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে গত সাড়ে চার বছরের শাসনামলে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে **মোট ২,৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে**।
- মূল্য সন্ত্রাসীরা মোট লুটের মধ্যে ১,৯৬,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-সামগ্রিতে আর বাদ বাকি ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য বহির্ভূত খাতে।
- ঐ মূল্য সন্ত্রাসীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চালে লুট করেছে ৭৭,৩৮৫ কোটি টাকা, ডালে লুট করেছে ৮,৭৬০ কোটি টাকা, সয়াবিন তেলে লুট করেছে ২,৫৫৩ কোটি

টাকা, চিনিতে লুট করেছে ৩,৪৪৭ কোটি টাকা, পেঁয়াজে লুট করেছে ৩,৭৭৬ কোটি টাকা, মরিচে লুট করেছে ৬,৫৫১ কোটি টাকা, কেরোসিনে লুট করেছে ৩,৫৪১ কোটি টাকা, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিতে লুট করেছে ৪৫,৬৮০ কোটি টাকা, পরিবহনে ভাড়া বাড়িয়ে লুট করেছে ১৪,৭৬৬ কোটি টাকা।

- গত সাড়ে চার বছরে দ্রব্যমূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দিয়ে জনগণের কাছ থেকে যে ২,৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করলো তার ৭২% হয়েছে গ্রামে আর ২৮% হয়েছে শহরে।
- এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লাখ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ), ৪৮ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ), আর ৩০ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ)। অর্থাৎ ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি মানুষ যারা দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত চরমভাবে মূল্য সন্ত্রাসীদের লুটের শিকার হয়েছেন।

এই মূল্য সন্ত্রাসীদের লুটপাটের ফলে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, আওয়ামী আমলের সঙ্গে তার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

আওয়ামী লীগ আমলের সঙ্গে বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

দ্রব্য	একক	আওয়ামী লীগ আমল	জোট সরকারের আমল	গত সাড়ে ৪ বছরে মূল্য বৃদ্ধি(%)
চাল (মোটা)	কেজি	১০.০০	২০.০০	১০০%
চাল (পাইজাম)	কেজি	১৩.০০	২৩.০০	৭৭%
চাল (নাজিরশাইল)	কেজি	১৭.০০	২৮.০০	৬৫%
মসুরি ডাল	কেজি	৩৫.০০	৬৪.০০	৮৩%
সয়াবিন তেল	লিটার	২৮.০০	৬০.০০	১১৪%
আটা	কেজি	১২.০০	২২.০০	৮৩%
লবণ	কেজি	১০.০০	১৮.০০	৮০%
চিনি	কেজি	২৮.০০	৭০.০০	১৫০%
গুঁড়ো দুধ	কেজি	১৭০.০০	৩৪৫.০০	১০৩%
পেয়াঁজ	কেজি	১২.০০	৩২.০০	১৬৭%
কাঁচামরিচ	কেজি	১৬.০০	৮০.০০	৪০০%
ডিম	হালি	১১.০০	২০.০০	৮২%
আদা	কেজি	৩৫.০০	১২০.০০	২৪৩%
জিরা	কেজি	৮৫.০০	২৫০.০০	১৯৪%
গরুর মাংস	কেজি	৭০.০০	১৬০.০০	১২৯%
খাসির মাংস	কেজি	১৪০.০০	২২০.০০	৫৭%
শুকনা মরিচ	কেজি	৫০.০০	১০০.০০	১০০%
বিদ্যুৎ	ইউনিট	২.১৫	৩.০০	৪০%
পানি	হাজার লিটার	৪.১৫	৫.০০	২০%
গ্যাস	১ বার্নার	২১০.০০	৩৫০.০০	৬৭%
	২ বার্নার	৩৩০.০০	৪০০.০০	২১%
কেরোসিন	লিটার	১৫.০০	৪০.০০	১৬৭%
ডিজেল	লিটার	১৫.০০	৪০.০০	১৬৭%
পেট্রোল	লিটার	২৩.০০	৪২.০০	৮৩%
সব মাছ	কেজিতে গত সাড়ে চার বছরে বেড়েছে			৯০%
শাবসবজি	কেজিতে গত সাড়ে চার বছরে বেড়েছে			৪০%
পরিবহন ভাড়া	গত সাড়ে চার বছরে বেড়েছে			৯০%

- জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে ৮ বার। কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেনের দাম ২০০১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করে জনগণের জীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি;
- সার, ডিজেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি ও সঙ্কট সৃষ্টি করে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করা;

সরকারের মদতপুষ্ট মূল্য সন্ত্রাসীরা গত সাড়ে চার বছরে যে ২,৮৬,১১০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে লুট করেছে– লুটের ঐ টাকা দিয়ে এ দেশে মানুষের জন্য কি কি করা সম্ভব ছিল?

১. লুটের এ টাকা দিয়ে প্রতিটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫,৭২,২২০টি উন্নতমানের পাকা প্রাইমারি স্কুল নির্মাণ সম্ভব ছিল (অথবা)

২. লুটের এ টাকা দিয়ে প্রতিটি ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৫,৩৭০টি উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণ করা সম্ভব ছিল (অথবা)

৩. লুটের এ টাকা দিয়ে ৫,৭২২টি ৫০ বেডের হাসপাতাল করা সম্ভব ছিল, (অথবা)

৪. লুটের এ টাকা দিয়ে ৬০টি বঙ্গবন্ধু সেতু স্থাপন করা যেতে পারতো, (অথবা)

৫. লুটের এ টাকা দিয়ে ৯৫,৩৭০ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা যেতে পারতো, (অথবা)

৬. লুটের এ টাকা দিয়ে প্রায় ২৯ লাখ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে ১.৫ কোটি বেকার যুবকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব ছিল, (অথবা)

৭. লুটের এ টাকা দিয়ে সরকারের ১৩ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট হতে পারতো, (অথবা)

৮. লুটের এ টাকা দিয়ে দেশের সব বাড়িতে বিদ্যুৎ দিয়েও ১,৮১,১১০ কোটি টাকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

দলীয়করণ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস

১। জন-প্রশাসন

- প্রশাসন দলীয়করণ না করার ওয়াদা ভঙ্গ। হাওয়া ভবনের নির্দেশে গণবদলি, ৫

হাজার ১১৯ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা ও পদোন্নতি স্থগিত করা;

- ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে জোটের পক্ষে কাজ করার পুরষ্কার হিসেবে তৎকালীন ৩৯ জন ডিসিকে শূন্যপদ না থাকা সত্ত্বেও যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পদোন্নতি পেয়ে তারা দলবেধে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন কৃতজ্ঞতা জানাতে;
- সম্প্রতি দলীয় বিবেচনায় ৩৭৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিবকে উপসচিব করা হয়েছে। বিএনপি-জামাতদলীয় আনুগত্য না থাকার কারণে বাদ পড়েছে প্রায় ২০০ কর্মকর্তা; *(উধরষু ঝঃধৎ, ঋবনৎঁধৎু ৮, ২০০৬)*
- প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ বিএনপি দলীয় রাজনৈতিক সভায় যোগ দিয়েছে কেবিনেট সেক্রেটারি এএসএম আব্দুল হালিম;
- চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে দলীয় বিবেচনা সর্বকালের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়গুলোতে বর্তমানে প্রায় ২৪০ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া; *(উধরষু ঝঃধৎ, ঋবনৎঁধৎু ৮, ২০০৬)*
- রাষ্ট্রপতির কোটায় পদোন্নতির বিধানের ক্ষেত্রেও পার্সেন্টেজ উঠিয়ে দলীয় বিবেচনায় যত খুশি পদোন্নতির বিধান করা;
- যোগ্যতার সকল মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি-জামাত রাজনীতির সমর্থক না হওয়ার কারণে প্রশাসনে ওএসডির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬৫ জন (২১ আগস্ট ২০০৩ পর্যন্ত)। বর্তমানে ৩৭৮ জনকে উপসচিব করায় এই সংখ্যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দাঁড়িয়েছে।

২। পুলিশ প্রশাসন

- ক্ষমতায় এসে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা (অতিরিক্ত আইজি-৬, ডিআইজি-১৯, অতিরিক্ত ডিআইজি-৫, এসপি-৪০, এএসপি-২, এসআই-৪৪৮, সার্জেন্ট-২, আর্মড এসআই-১৯, এএসআই-৯৫, হাবিলদার-৩৫, নায়েক-১২, ও কনস্টেবল-৩২৫)।
- সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অনুগত কর্মকর্তাগণকে পদোন্নতি দেওয়া;
- সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার জন্য সেনাবাহিনী হতে চাকরিচ্যুত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহুদুল হক এবং আশরাফুল হুদাকে চুক্তিভিত্তিক আইজিপি নিয়োগ। একইভাবে পরবর্তীতে আব্দুল কাইয়ুমকে আইজিপি এবং র‍্যাব-এর ডিজি আব্দুল আজিজ সরকারকে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। উপমহাদেশে পুলিশের ইতিহাসে এই ধরনের বেআইনি নিয়োগের দৃষ্টান্ত নেই। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত আইজিপি শহুদুল হক আদালত অবমাননার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ করে তাকে স্বপদে বহাল রাখা;
- ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আগামী নির্বাচনের পূর্বেই কোন নিয়মনীতি অনুসরণ

ছাড়াই বিএনপি ও জামাতের ২৯৯ জন ক্যাডারকে এএসপি, ১,৪২২ জন ক্যাডারকে এসআই, ২৬৮ জন ক্যাডারকে সার্জেন্ট এবং দলীয় বিবেচনায় ২৪,২৭০ জনকে কনস্টেবল পদে নিয়োগ দিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপণান্তে পদায়নের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও দলীয় ক্যাডারদের চাকরি প্রদানের লক্ষ্যে আরও ২০০জন এএসপি, ২৬৩ জন এসআই ১১৮ জন সার্জেন্ট এবং ৪০৬জন কনস্টেবল নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- দলীয় বিবেচনায় সন্ত্রাসী, অপরাধমূলক ও জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত আসামিদেরকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসআই হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে রমনা বটমূলে বোমা হামলায় গ্রেপ্তারকৃত আসামি মিজানুর রহমান স্বাধীন, জেএমবি জঙ্গি নেতা মাসুদ রানা প্রমুখ। একইভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থায় (এনএসআই) নিয়োগ পেয়েছে ছিনতাই ও অপহরণ মামলায় কুমিল-ায় গ্রেফতারকৃত আসামি চট্টগ্রামের দলীয় ক্যাডার একরামুল হক।
- বিএনপি-জামাতের ক্যাডার না হওয়ার কারণে পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণের শেষ সপ্তাহে ২৯ জন এএসপি এবং ২১ জন এসআইকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া;
- পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর হিসেবে রাজশাহী জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬ জন। তার মধ্যে ৮ জন গোদাগাড়ি উপজেলার। এই ৮ জনের মধ্যে ৭ জনই ছাত্রদল নেতা;
- পুলিশ বাহিনীকে দুর্বল, অকার্যকর এবং পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে সেনা সদস্যদের সমন্বয়ে পুলিশের পাল্টা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব) গঠন করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে র‍্যাবের একজন সদস্যের বরাদ্দ দুইজন পুলিশ সদস্যের সমান। ফলে পুলিশ সদস্যের মাঝে অসন্তোষ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও তাদেরকে দলীয় স্বার্থে পুলিশি ভূমিকায় নামিয়ে বিতর্কিত করা;
- অতীতে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালালেও রক্ষীবাহিনী যা করেনি, র‍্যাব ও পুলিশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইন করে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার মতো আইন, মানবাধিকার ও সংবিধান বিরোধী কাজ করাচ্ছে;
- আইন-শৃঙ্খলার নামে চিতা, কোবরা প্রভৃতি নামে আরো অ্যালিট বাহিনী গড়ায় পুলিশের মধ্যে আস্থা হ্রাস ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি।

৩। বিচার বিভাগ

- প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে জোট সরকার। এ ব্যাপারে মাসদার হোসেন মামলার রায় কার্যকর করার ব্যাপারে ২১ বার সময় নিয়েও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে চলেছে জোট সরকার। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে রীট মামলা চলছে;
- আওয়ামী লীগ আমলের ২২ জন বিচারপতি নিয়োগকে স্থায়ী করা হয়নি। অন্যদিকে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই না করেই দলীয় ব্যক্তিদের (যার মধ্যে ঘুষখোর ফায়েজি ও জাল সার্টিফিকেটধারী শহীদুল

ইসলামের মতো দলীয় অযোগ্য ব্যক্তিও রয়েছে) নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

- দলীয় বিবেচনায় বিচারক নিয়োগের উলঙ্গ নমুনা পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার আদেশ দানের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের বিব্রত বোধ করার মাধ্যমে;
- একইদিনে ১২ শত মামলায় জামিন দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারী বিচারপতি মোজাম্মেলকে বিএনপি এমপি বানিয়েছে;
- চাকরিরত বিচারক রেজাউল করিম চুন্নু কিশোরগঞ্জে দলীয় জনসভায় অংশ নিয়ে আগামী নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রচার করছে;
- বিএনপির এক সময়ের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান পদে বসানোর উদ্দেশ্যে বিচারকদের চাকরির বয়স ২ বৎসর বাড়ানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদটিকে দলীয়করণ ও বিতর্কিত করা হয়েছে;
- সুপ্রিম কোর্ট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও পরোয়ানা ছাড়া ৫৪ ধারা এবং ডিএমপি অধ্যাদেশ '৮৬তে গ্রেফতার নিষিদ্ধ এবং ১৬৭ ধারার অপব্যবহার করে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া নিষিদ্ধ করে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সরকার তা অমান্য করে সংবিধান লংঘন ও আদালত অবমাননা করে চলেছে;
- বিচার বিভাগের ও উচ্চতর আদালতের স্বাধীনতার পরিপন্থি দ্রুত বিচার আদালত গঠনের নামে সংবিধানের ১০৯ ও ১১০ অনুচ্ছেদ লংঘন করেছে জোট সরকার;
- বিরোধীদল বার কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করছে বলে বার কাউন্সিলের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে বার কাউন্সিল আইন সংশোধন করেছে। এর বিরুদ্ধে আপিল করলেও সরকার পক্ষ কারসাজি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুনানি বিলম্বিত করছে;
- আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত 'ল কমিশন'কে অকার্যকর করে রেখেছে দলীয় স্বার্থে।

৪। নির্বাচন কমিশন

- বিরোধী দলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একতরফাভাবে দলীয় অনুগত বিচারপতি এম, এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে;
- নির্বাচন কমিশনকে বিএনপি-র অঙ্গসংগঠনে পরিণত করা এবং হাইকোর্টের রায় বানচালের উদ্দেশ্যে বিএনপি-জামাত জোটের অনুগত বিতর্কিত ব্যক্তি স.ম. জাকারিয়া ও বিচারপতি মাহফুজুর রহমানকে কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- দলীয় আনুগত্যের কারণে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে নির্বাচন কমিশন অস্বীকৃতি জানিয়েছে;
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত করে অকার্যকর করা হয়েছে;

- উপজেলা নির্বাচন অফিসার হিসেবে ছাত্রদল ও শিবিরের ৩০০ ক্যাডারকে নিয়োগ দান করা হয়েছে;
- নির্বাচন কমিশনের দলীয় চরিত্রের কারণে তথাকথিত ভোটার তালিকা তৈরিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে জোটের ক্যাডাররা অংশ নিয়েছে;
- স্বয়ং নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে ভূয়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন। প্রায় ২ কোটি ভূয়া ভোটার এবং ৫০ লক্ষাধিক মানুষকে ভোটার তালিকাভুক্ত না করে নির্বাচন কমিশন যে বিতর্কিত ভোটার তালিকা করেছে, খোদ জোট সরকার বেকায়দায় পড়ে তার সত্যতা স্বীকার করলেও নিজেদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করছে না। ভোটার তালিকা প্রণয়নের নামে ১৬৬ কোটি টাকা লোপাট;
- বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই।

৫। কর্ম-কমিশন

- জোট সরকারের গত ৪ বৎসরে পিএসসির সকল পরীক্ষারই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। উদ্দেশ্য দলীয় অযোগ্য ক্যাডারদের পাশ করিয়ে নিয়ে সরাসরি চাকরি প্রদান;
- দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য পিএসসি সদস্যকে তার সহকর্মীদের দ্বারা মার খেতে হয়েছে;
- শিবির, ছাত্রদল ক্যাডারদের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের কারণে জনপ্রশাসন মেধাশূন্য, আদর্শহীন, সন্ত্রাস, জঙ্গিদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে;
- প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে।

৬। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

- জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে জনমত যাচাই, শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্তদের মতামত গ্রহণ, এমনকি জাতীয় সংসদে আলোচনা না করেই তড়িঘড়ি একমুখী শিক্ষা চালুর নামে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে;
- ২০০১ সালের অক্টোবরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স লংঘন করে কয়েক দিনের মধ্যেই ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষকে অপসারণ করে। অবৈধভাবে ওই সব পদে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগদান করে;
- সরকারি দলের সাংসদ গডফাদার নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল;
- ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার দু'মাসের মধ্যেই সরকার প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে অপসারণ করে। একমাত্র ঢাকা শহরেই চাকরিচ্যুতদের সংখ্যা ৭৩ এবং সারাদেশে এ সংখ্যা দু'হাজারের অধিক;

- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রশাসন দখলের পর জোট সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নির্লজ্জ দলীয়করণ শুরু করে;
- বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট/স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদ দলীয়করণ, সরকারের আর্থিক অনুদান (এমপিও) নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি এবং পদোন্নতির মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দলীয়করণের সঙ্গে পাল-া দিয়ে চলে অনিয়ম-দুর্নীতি;
- গত চার বছরে দেশের কেবল ৭ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় ৭৩৫ জন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩০, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬২ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০)। এছাড়া কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় ৩ হাজার ৫৪৫ জন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৬৬, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪৪, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,৫৬৮, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৬, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫৬ ডাক্তার ও ৩০ কর্মকর্তা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০)। এসকল নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলীয় আনুগত্য এবং আর্থিক দুর্নীতি নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। *(সূত্র: প্রথম আলো ১৩-১১-০৩, ১৫-১১-০৩, ২৭,৩-০৫; জনকণ্ঠ ২৫-১০-০৪, ৩০-১০-০৪, ১-১১-০৪: ভোরের কাগজ ২৩-১০-০৪; ডেইলি স্টার ২-৪-০৫)।*
- জোট সরকারের চার বছরে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট বেড়েছে দেড় থেকে দু'বছর বা তদুর্ধ্ব;

(সূত্র : ডেইলি স্টার ৬-১০-০৪; যুগান্তর ২৬-১০-০৪)।

- ১৯৯৮ সালে বিশ্বখ্যাত নিউজ ম্যাগাজিন এশিয়া উইকের রেটিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচিত হয় এবং সমগ্র এশিয়াতে ও ওশেনিয়াতে ৩৪তম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রেটিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বিশ্বের ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও নেই;
- পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি এবং মিথ্যা ইতিহাস প্রচার। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ অনার্স ভর্তি পরীক্ষার ফল নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি, কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স ১ম পর্ব পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনিয়ম, ডিগ্রি পরীক্ষার ফল নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মাস্টার্স পরীক্ষার ফল নিয়ে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি ঘটেছে। ডিগ্রি পরীক্ষার শতকরা ৬০ ভাগ ফলাফলে ভুল পাওয়া গেছে;
- ১৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন ও ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক ও উপাচার্যদের অব্যাহতি প্রদান করে এবং নিজ দলীয় লোকদের ওই স্থানে নিয়োগ দান

করে। এর পরে তাদের পছন্দের দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রেখে বন্ধ করে দেওয়া হয় অন্যগুলোর কার্যক্রম;

- বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে দেশে শিক্ষার হার ছিল ৪৬%। আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় শিক্ষার হার তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এসে দাঁড়ায় ৬৫%। গত চার বছরে শিক্ষার হার তো বাড়েইনি বরং ৪ শতাংশ কমে গেছে।
- এ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে গণশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত। শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি এতটাই চরমে উঠেছে যে, অতীব দরিদ্র ও পশ্চাৎপদদের জন্য স্থাপিত ১০ হাজার স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি স্কুল এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গৃহীত সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে;
- দুর্নীতির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএসএস পরীক্ষায় একসঙ্গে ৫২ জন এবং লোক প্রশাসন বিভাগে একসঙ্গে ৩২ জনকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেওয়া হয়;
- রাতের আঁধারে শামসুন নাহার হলে মেয়েদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় পুলিশ। অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা;
- চট্টগ্রামের কলেজ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে তার নিজ বাসভবনে গুলি করে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুসকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে জামাত-বিএনপির ক্যাডারগণ। সর্বশেষ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবু তাহেরকে মন্ত্রী আমিনুল হকের আত্মীয় বিএনপি দলীয় অপর এক শিক্ষক জামাতের ক্যাডার দিয়ে হত্যা করে। ইতিপূর্বে হত্যা করা হয় বারিধারার সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবেরা বেগম ও তার কন্যা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী শারমিনকে;
- বুয়েটে টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গুলিবিনিময়ে নিহত হয় মেধাবী ছাত্রী সাদেকুন্নাহার সনি। তার হত্যার প্রধান আসামী মুকি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা হওয়ার ফলে তাকে আজো গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের চারজন ছাত্রদলের ক্যাডারকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা সম্প্রতি ছাত্রদলের ক্যাডারদের সাথে যোগ দিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা পরিচালনা করেছে;
- দুর্নীতি ও নারী কেলেঙ্কারির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে বিএনপি দলীয় আফতাব আহমদকে অপসারণে বাধ্য হলেও কৃত অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি;
- সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ গুলি করে শামিম নামের এক ছাত্রকে হত্যা ও অপর পাঁচজনকে আহত করেছে। দুর্নীতি ও দলীয়করণের হোতা উপাচার্য ড. মুসলেহ উদ্দিন আহমদ পদত্যাগে বাধ্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের জন্য জোট সরকার

নানা ষড়যন্ত্র করে।

- অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষা-বাণিজ্য। নিয়ম-নীতি বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম, অনোপযুক্ত উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায়, নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা এবং অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা শিক্ষার্থীদের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে।

৭। গণ-মাধ্যম ও সাংবাদিক নির্যাতন

- জোট সরকারের আমলে হারুন-অর-রশিদ, সরদার শুকুর হোসেন, হুমায়ুন কবির বালু, মানিক চন্দ্র সাহা, শেখ বেলাল উদ্দিন, কামাল হোসেন, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শহীদ আনোয়ার, সৈয়দ ফারুক আহমেদ, গোলাম মাহফুজ ও নাবিল আব্দুল লতিফসহ ১২ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়;
- গত চার বছরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০০টি মামলা দায়ের এবং ৭৫০টি হুমকি-হামলার ঘটনা ঘটে;
- বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা; প্রেস কাউন্সিল, প্রেস ইনস্টিটিউট, রেডিও, টেলিভিশন সর্বত্র দলীয়করণ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাংবাদিক খুনের সন্দেহভাজন আসামিকে চাকরি দেয়া হয়েছে। একমাত্র বাসসেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে ভিন্নমতাবলম্বী পেশাদার ৪০ জন সাংবাদিককে।
- গ্রেপ্তার ও পুলিশি নির্যাতন করা হয় ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল ৪-এর সাংবাদিক লিওপোল্ড ব্রুনো সরেন্তিনো, জেইবা মালিক, বাংলাদেশের সালিম সামাদ, প্রিসিলা রাজ ও এনামুল হক চৌধুরীসহ বিশিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিককে।
- পুলিশ ও সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে আহত হন অসংখ্য কর্তব্যরত সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিক;
- সাবেক ছাত্রদল ক্যাডার চট্টগ্রামের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আকবরের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটারদের সামনে সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিকদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। নস্যাৎ করা হয় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি;
- একুশে টেলিভিশন বন্ধ করা হয়েছে। নতুন অনুমতি সত্ত্বেও সম্প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না।
- প্রধানমন্ত্রীর পরিবার ও ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তিগণ নিত্য নতুন টিভি চ্যানেলের মালিক হচ্ছে। খালেদা জিয়ার 'প্রিয়ভাজন' মোসাদ্দেক আলী ফালুর 'এনটিভি' এবং 'আরটিভি' নামে দুটি চ্যানেল রয়েছে। এই চ্যানেল দুটিতে খালেদা জিয়া এবং তার ছোটপুত্র আরাফাত রহমানের শেয়ার রয়েছে। 'চ্যানেল ওয়ান' নামের টিভি চ্যানেলটির প্রকাশ্য মালিক গিয়াসউদ্দিন আল মামুন হলেও প্রকৃত মালিক তারেক রহমান। হাওয়া ভবনের সঙ্গে সংশি-ষ্ট মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও লুৎফুজ্জামান বাবরের রয়েছে 'বৈশাখী' টিভি চ্যানেল। 'বাংলাভিশন' নামক চ্যানেলটির মালিক

মান্নান ভূইয়া ও সাদেক হোসেন খোকা। এছাড়াও আসছে শনির আখরায় জনগণের ধাওয়া খেয়ে পালানো এমপি সালাহ্উদ্দিন এবং চাঁদাবাজির জন্য গ্রেফতারকৃত এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত 'এসএন টিভি'। সেই সাথে এদের মালিকানায় খোলা হচ্ছে বেসরকারি রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র। প্রশ্ন উঠেছে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে এসব টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র কুক্ষিগত করার এত টাকা তারা কোথায় পেল?

- সরকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের জন্য বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

দুর্নীতি ও লুটপাট

- 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরপর চারবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুর্নীতিপরায়ন দেশের রেকর্ড স্থাপন;
- বিগত চার বছর বিএনপি-জামাত জোট দস্যুদের রাষ্ট্র ও জনগণের টাকা আত্মসাতের পরিমাণ ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৩ কোটি টাকা;
- 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠনের নামে দলীয় লোকজন নিয়ে বিতর্কিত ও লোক দেখানো দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে দেশবাসী ও দাতাগোষ্ঠীকে ভাওতা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। বিশ্ব ব্যাংকও একে 'তামাশা' ও অকার্যকর বলে প্রত্যাখ্যান করেছে;
- ১৩ মে ২০০৬-এ প্রকাশিত ৬টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় বিএনপি-জামাত জোট আমলের বাংলাদেশের অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সূচকগুলো হলো : ১. জনমত ও স্বচ্ছতা ২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ৩. সরকারের কার্যকারিতা ৪. নিয়ন্ত্রণ মান ৫. আইনের শাসন এবং ৬. দুর্নীতি দমন।

১. প্রধানমন্ত্রী পরিবার ও হাওয়া ভবনের দুর্নীতির কয়েকটি নমুনা

- প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের 'হাওয়া ভবন'কে রাষ্ট্রক্ষমতার প্যারালাল কেন্দ্রে পরিণত করা এবং হাওয়া ভবনকে ঘুষ পার্সেন্টেজ দেওয়াকে অঘোষিত নিয়মে পরিণত করা।
- **খালেদা জিয়ার মালয়েশিয়ায় অর্থ পাচার:** বাগেরহাটের বিএনপি সাংসদ এমএ সেলিমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিলভার লাইনস-এর মালয়েশিয়ায় অবস্থানকারী বাঙালি এজেন্ট বাদলুর রহমানের মাধ্যমে তারেক জিয়া ২০০৪ সালের বিভিন্ন সময়ে মালয়েশিয়ায় বিপুল অর্থ পাচার করে। তারেকের ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াসউদ্দিন আল মামুন তাকে সহায়তা করে। পরে ঐ অর্থ মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ওই অর্থ ছাড় করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের তৎকালীন অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করেন। আদিলুর রহমান কুয়ালালামপুরে আইনজীবী নিয়োগ করে মামলা পরিচালনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবৈধভাবে প্রেরিত হওয়ার কারণে ঐ অর্থ মালয়েশিয়ার আদালত ছাড় করার অনুমতি দেয়নি;

- **টি এন্ড টি'র মোবাইল ফোন প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান এবং অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের পুত্রের দুর্নীতি:** উক্ত প্রকল্পের জন্য 'একনেক' প্রথমে ৪৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই এই বরাদ্দ প্রস্তাব দ্বিগুণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিষয়টি ক্রয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটিতে তিনবার উত্থাপিত হলেও একনেকের অনুমোদন না থাকায় এ পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়নি। এর কিছু দিন পরে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগে প্রকল্পটি পুনরায় একনেক সভায় উপস্থাপন করা হলে এক লাফে প্রকল্প ব্যয় ৪৩৫ কোটি টাকা থেকে ৭০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান 'সিমেন্স কোম্পানির' পক্ষে ওকালতির কারণে ওই বেআইনি বরাদ্দ প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের পুত্র একই প্রকল্পে চীনা কোম্পানি ঐটডউও-এর পক্ষে তদ্বির করছিলেন। তাকে খুশি রাখার জন্য ৫০%কাজ ঐটডউও কে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন প্রধানমন্ত্রী। বস্তুত বর্ধিত প্রকল্প ব্যয়ের পুরো টাকাই প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও অর্থমন্ত্রীর পুত্র ভাগাভাগি করে নেয়;
- কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তার পুত্র আরাফাত রহমানকে চট্টগ্রাম বন্দর ও কমলাপুর আইসিডিতে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়;
- পঞ্চগড় মহিমাগঞ্জ চিনিকলকে পরিকল্পিতভাবে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে কোম্পানির অধীনস্ত প্রায় দেড় হাজার একর জমিসহ চিনিকলটি নামমাত্র মূল্যে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তারেক রহমানের কাছে বিক্রি করার পাঁয়তারা চলছে;
- প্রধানমন্ত্রীর ৬ নং মঈনুল রোডের বাসভবনে অবৈধভাবে বরাদ্দ অতিরিক্ত ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ট্রান্সফরমার বসানোর বিনিময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে দুই বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান করেন। উলে-খ্য প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন মেরামতের জন্য সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫ হাজার টাকা খরচ করতে পারেন;
- বিরোধীদলীয় এমপিদের দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচিতে কোনো বরাদ্দ না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলীয় এমপিদেরকে লুটপাটের জন্য ৩৫ লাখ টাকা করে দেন। আর নিজের নির্বাচনী এলাকা বগুড়া ৬-এর জন্য একাই নিজ দলীয় এমপিদের তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে লোপাট করেন। গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে;
- ওয়ারিদ টেলিকম এমএমসি ধাবী গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি বাংলাদেশে মোবাইল টেলিফোন স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আবুধাবী ভিত্তিক। ইতিপূর্বে বিটিএল-এর আবেদন স্থগিত করে ওয়ারিদ টেলিকমকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে বিটিএল আদালতে মামলা করে এবং 'বিটিআরসি'র ওপর নিষেধাজ্ঞা জরি হয়। সরকার থেকে বিটিএল-এর মালিককে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর হুমকির প্রেক্ষিতে তিনি মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ওয়ারিদ টেলিকম এই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে ১৫০ কোটি টাকা ঘুষ দেয়;

- প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বোন খুরশীদ জাহান হক (চকলেট)-এর পুত্র তাহসিন আকতার হক ও খালেদা জিয়ার ভাই মেজর (অব) সাঈদ ইসকান্দারকে ঢাকা বিমান বন্দরের কাছে সরকারি জমিতে দুটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও পেট্রোল পাম্প করতে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। 'মামা-ভাগিনা' পাম্প হিসেবে পরিচিত এই দুটি পাম্পের জমি বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সকল গাড়ির সার্ভিস করানো হয় খালেদা জিয়ার বোন খুরশীদ জাহান হকের ছেলে তাহসিন আকতার হকের অটোস্ক্যান সার্ভিস সেন্টার থেকে;
- খালেদা জিয়ার বোনের ছেলে শাহরিন ইসলাম তুহিন, তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান মিলে ডেফোডিল কম্পিউটার (মালিক তুহিনের বন্ধু সবুর খান) কে সামনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রায় সকল সরকারি কাজ লুটে নিচ্ছে;
- বিভিন্ন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ঢাকা শহরের সকল আউটডোর বিজ্ঞাপন ব্যবসা (বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন ইত্যাদি) ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে খালেদা-পুত্র আরাফাত রহমান নিয়ন্ত্রণ করছে;
- তারেক রহমান ও সাঈদ ইসকান্দারের মালিকানাধীন 'ড্যান্ডি ডাইং' কোম্পানির মুনাফা লুটের স্বার্থে পুলিশের পোশাক ও ব্যাজ পরিবর্তন করা হয়। কাপড়সহ ১৫ কোটি টাকার নতুন তৈরি পোশাক ও ব্যাজ সরবরাহের কাজ অন্য প্রতিষ্ঠানের বেনামে তারেক রহমান ও সাঈদ ইসকান্দারের ড্যান্ডি ডাইংকে দেওয়া হয়।
- খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের মালিকানাধীন 'কোকো লঞ্চ' কোম্পানির আইন-কানুন ও নিয়মনীতি বিরোধী স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন। ২০০৩ সালের ৮ জুলাই খামখেয়ালিপনার জন্য কোকো লঞ্চের ৮০০ যাত্রীকে প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু এজন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি;
- হাওয়া ভবনের তারেক-মামুন-ওয়াই কামাল-হারিছ চক্র ১ হাজার ৫ শত ৮৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাগলা পানি শোধনাগার প্রকল্প, ৯শ'কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর ঢাকা (পূর্ব) পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ প্রকল্প, ৭শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ডাই অ্যামোনিয়া ফসফেট প্রকল্প কন্ট্রাক্ট-১ ও কন্ট্রাক্ট-২ এবং ৫শ' ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী পেপার মিলের আধুনিকায়ন প্রকল্পের কাজ মোটা অংকের কমিশনের বিনিময়ে চীনের কমপ-্যান্ট ও সিএমসি এবং জাপানের টয়ো ইঞ্জিনেয়ারিং প্রতিষ্ঠানকে গোপন চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করেছে। সাপ-ায়ার্স ক্রেডিটের এই প্রকল্পগুলো হাওয়া ভবনের নির্দেশেই আটকে রেখে কমিশন প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পরই অনুমোদন দেয়া হচ্ছে;
- অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে তারেক রহমানের 'খাম্বা লিমিটেড' পল-ী বিদ্যুৎ ও পিডিবির সকল কংক্রিটের খুঁটি সরবরাহের একচেটিয়া ব্যবসা হাতিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থের যথেচ্ছ লুটপাট;
- জিয়া পরিবারের ২শ' ৫০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ লোপাট;

- নৌবাহিনীর জন্য পুরোনো জাহাজ কেনা বাবদ কমিশন ১শ' ৭০ কোটি টাকা;
- গত চার বছরে ব্যবসায়ী ঠিকাদার শিল্পপতিদের কাছ থেকে হাওয়া ভবনের চাঁদা আদায় ১৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা;
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি, প্রমোশন বাবদ তদ্বির বাণিজ্যে হাওয়া ভবনের অবৈধ আয় ১ হাজার কোটি টাকা;
- সরকারি সুবিধা প্রদান ও আন্তর্জাতিক দরপত্রের অনুকূলে হাওয়া ভবনের কমিশনের পরিমাণ ৩১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা;
- বছরে অবৈধ ৭০ হাজার কোটি টাকা 'কালো টাকা' সৃষ্টি। বছরে ঘুষ লেনদেন ২২ হাজার কোটি টাকা এবং প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রীর পরিবারসহ ক্ষমতাসীনগোষ্ঠীর অন্তত ৪০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার;
- এটিপি বিমান-ক্রয়ে দেড়কোটি টাকা, দুটি এফ-২৮ বিমান ক্রয়ের ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ এবং ডিসি-১০ ও বোয়িং ৭৩৭ বিমান লিজ নেওয়ার নামে যথাক্রমে ৬০ ও ৭০ কোটি টাকা অপচয়;
- প্রধানমন্ত্রীর পরিবার, জোট সরকারের মন্ত্রী ও বিএনপির গডফাদারদের নোয়াখালীর চরাঞ্চলের ৫৭ হাজার একর খাস জমি দখল;
- টেংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যর্থতা ও নাইকোর কাছ থেকে অবৈধ অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ;
- সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট (ইউনিট-১) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নির্ধারিত ব্যয় ৬০০ কোটি থেকে ১৩০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাত;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে কমিশন আদায়, দরপত্র ছাড়া কার্যাদেশ প্রদান, পর পর টেন্ডার আহ্বান ও বাতিল করে নিজেদের পছন্দসই ব্যক্তিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি;
- সিস্টেম লস-এর নামে চুরির কারণে ডেসার বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে দেশকে বঞ্চিত করা;
- সময়মতো হজ্ব যাত্রীদের ফ্লাইটের ব্যবস্থা করতে না পারা, বিমান বন্দরে এক হজ্বযাত্রীর মৃত্যু এবং বিদেশী বিমান সংস্থার কাছ থেকে গোপনে যাত্রী পিছু ২০০ ডলার অবৈধ কমিশনের বিনিময়ে হজ্ব যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়।
- চিনের কাছ থেকে কোন টেন্ডার ছাড়া বিমান বাহিনীর জন্য ১৬টি মিগ বিমান ক্রয় এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অবৈধ কমিশন আদায়।

২. জোট সরকারের মন্ত্রী ও এমপিদের দুর্নীতির কয়েকটি নমুনা

- জোট সরকারের ১৬ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খোদ বিএনপির সাংসদদের উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত না করা এবং অপরাধীদের প্রশ্রয়দান;

- সিএনজি অটো রি•ার রুট পারমিশন বাবদ বখরা আদায় ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা;
- সারের ভর্তুকি, দুর্যোগ মোকাবিলা, ভিজিএফ কার্ড, কাবিখা, বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি থেকে লোপাটের পরিমাণ ৪ হাজার কোটি টাকা;
- সরকারি জোটের এমপিদের (অডিট বিহীন) আত্মসাতের উদ্দেশ্যে বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা;
- টেলি যোগাযোগ, টেলিভিশন সম্প্রচার খাতে দুর্নীতির পরিমাণ ৩২ হাজার কোটি টাকা;
- নৌ-পরিবহনমন্ত্রী কর্নেল আকবরের দুর্নীতির কারণে ২৫২ কোটি টাকার ডেনিস অনুদান বাতিল;
- টেলিটক প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দের মাধ্যমে ১৬৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ;
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের ৩১ কোটি টাকা লোপাট;
- যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা কর্তৃক তার স্ত্রীকে বিনামূল্যে রেলওয়ের ১০ কোটি টাকা মূল্যের জায়গা বরাদ্দ;
- গুলশান-বনানীর প্রতি কাঠা কমপক্ষে অর্ধ কোটি টাকা মূল্যের জমি মাত্র ৪ লাখ টাকা কাঠা ধরে জোট সরকারের ১৬ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও ৩৪ সংসদ সদস্যসহ বিএনপি-জামাত জোটের নেতা-কর্মীদের অবৈধভাবে সরকারি জমি বরাদ্দ করে 'বিএনপি পল-ী' সৃষ্টি।

৩. বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের দুর্নীতির কয়েকটি নমুনা

- ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ সংখ্যালঘু ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে জোট দস্যুদের চাঁদা আদায় ন্যূনতম ১ হাজার কোটি টাকা;
- সরকারি জমি লিজ ও বন্দোবস্ত বাবদ রাষ্ট্রের ক্ষতি করে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ;
- সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আত্মসাতের পরিমাণ ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা;
- কৃষি ঋণ ও শিল্প ঋণের নামে জোট ক্যাডারদের লুটপাটের পরিমাণ ৩ হাজার ২২ কোটি টাকা;
- হাওয়া ভবনের যোগসাজশে ভারত থেকে ১০০ কোটি টাকা পচা গম আমদানি;
- জেট ফুয়েলের নামে ১০ হাজার ৩শ' টন কেরোসিন আমদানি;
- ২০ হাজার টন নিষিদ্ধ বিষাক্ত টিএসপি সার আমদানি;
- পুরনো ঢাকায় সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের ১০০ কোটি টাকার ওপর জায়গা জমি দখল;
- উপকূলীয় নারিকেল বাগান প্রকল্পের ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ।
- বিডি ফুডসের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে হেরোইন পাচারের সঙ্গে জামাতে ইসলামির

সম্পৃক্ততা। অর্জিত অবৈধ অর্থ জামাতের এমপি শাজাহানের মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতায় ব্যয় এবং জামাতের তহবিলে জমা।

৪. সরকার ও প্রশাসনের দুর্নীতির কয়েকটি নমুনা

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে প্রশাসনিক দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাটের পরিমাণ বছরে গড়ে ৬ হাজার কোটি হিসাবে চার বছরে মোট ২৪ হাজার কোটি টাকা;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাজস্ব খাতে সরকারি ক্রয় এবং আমদানি বাবদ কমিশন ও ঘুষ গ্রহণের পরিমাণ বিগত চার বছরে ১৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা;
- শুল্ক ও কর খাতে ট্যাক্স লোপাটের পরিমাণ বিগত চার বছরে ৩১ হাজার ২০০ কোটি টাকা;
- মিথ্যা মামলা, মামলা থেকে রেহাই, হয়রানি, গণগ্রেপ্তার প্রভৃতি খাতে সর্বসাধারণ ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে আদায় ৪ হাজার ৯৬ কোটি টাকা;
- রাজস্ব বাজেটের সরবরাহ, সেবা, মেরামত সংরক্ষণ খাত থেকে কমিশন বাবদ আদায় ৪ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা;
- স্কুল ছাত্রদের জন্য কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্পে দুর্নীতির দায়ে সে দেশের আদালতে নেদারল্যান্ড সরকারের দায়ের করা মামলায় খালেদা সরকারকে ৩১ কোটি টাকা জরিমানা করায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী জোট সরকার;
- উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে ৬৩৫ কোটি টাকা লুট। প্রাথমিক শিক্ষক নির্দেশিকা মুদ্রণ কাজে ৯ কোটি টাকা লোপাট;
- প্রধানমন্ত্রীর ১ হাজার কোটি টাকার ছাগল প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ;
- সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ফাইবার অপটিকস ক্যাবল লাইন স্থাপন ও মূলভূখণ্ডে সংযোগ লাইন স্থাপনে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি;
- বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিমানকে চুরি, দুর্নীতি, লুটপাট ও অপচয়ের মাধ্যমে অকার্যকর ও ধ্বংস করা।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণা

২০০১ সালের নির্বাচনে **বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে এবং খালেদা জিয়া তার বক্তৃতায়** যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করে দেশবাসীর সঙ্গে যে প্রতারণা করা হয়েছে নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :-

- নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে;
- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পদ্ধতি ও জেলা পরিষদ চালু করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা;
- জনগণের অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প

প্রণয়নে তৃণমূল থেকে ঊর্ধ্বমুখী নীতি গ্রহণের ঘোষণা বাস্তবায়িত না করা;

- রাষ্ট্রীয় সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা; দ্রুততম সময়ে 'ন্যায়পাল' নিয়োগের অঙ্গীকার রক্ষা না করা;
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও জনসম্মুখে তা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা;
- রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা;
- 'সকলের জন্য বিদ্যুৎ' প্রাপ্তি নিশ্চিত না করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হলেও সে ব্যাপারে কিছু না করা;
- মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিদ্যুৎ বিল মওকুফের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা;
- রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করা এবং রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে দলীয় ও পারিবারিক প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা;
- আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা;
- সার্ক ও আসিয়ান প্রভৃতি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে শক্তিশালী করার ঘোষণা বাস্তবায়িত না করা;
- ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ঘোষণা থেকে সরে আসা; ওআইসিতে বিতর্কিত প্রার্থী দিয়ে বাংলাদেশের প্রাপ্য সেক্রেটারি জেনারেলের পদ হারানো এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা;
- রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক করার সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজীকে বন্ধ করে দেওয়া;
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারের বরখেলাপ করা; মুদ্রাস্ফীতির হার আওয়ামী লীগ আমলের ১.৪৯ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির গড় হার আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় বাড়াতে না পারা;
- দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির হাত থেকে বিনিয়োগকারীদের মুক্ত রাখার অঙ্গীকার পালন না করা;
- বিনিয়োগ বোর্ডে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর না করা;
- কোনো নতুন পূর্ণ অবকাঠামো সুবিধা সমৃদ্ধ 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল' গঠন করতে না পারা; একটিও নতুন 'ক্ষুদ্র শিল্প নগরী' গড়ে তোলার ব্যাপারে কিছুই না করা;
- পদ্মা সেতু নির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত না করা; আওয়ামী লীগ আমলে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ভৈরবের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, পাকশীতে পদ্মা নদীতে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সেতু, খুলনায় রূপসা সেতু, বরিশালে দোয়ারিকা ও গাবখান সেতুর নাম

বদলিয়ে বা ফলক বদলিয়ে উদ্বোধন করার মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা;

- রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে 'গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত না করা এবং ঢাকায় মনো রেল চালু, বাইপাস রোড ও সার্কুলার রেলপথ চালুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা;
- নদ-নদীর ভাঙন রোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনো কর্মসূচিই গ্রহণ না করা;
- দেশের উত্তরাঞ্চলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে ব্যর্থতা;
- শহর ও গ্রামে দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহ সংস্থানের লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করা;
- ভূমিহীন ও দুঃস্থদের জন্য প্রতিশ্রুত 'অধিকার' প্রকল্প বাস্তবায়িত না করা;
- ওয়াদা করেও সমবায়ীদের ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ না করা;
- রাজধানীসহ বড় বড় শহরে সমন্বিত গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রকল্প তথাকথিত 'পরিবেশ বাংলা' নামে কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করা;
- পাঁচ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ঘোষণা বাস্তবায়ন না করা;
- প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে একটি করে ক্রিকেট স্টেডিয়াম স্থাপনের অঙ্গীকার পূরণ না করা;
- সময়মতো ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ করতে না পারা এবং ওই প্রকল্পে ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ;
- 'ইন্টারনেট পল-ী' গড়ে তোলার ঘোষণা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা;
- সংসদে মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ; আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পরিবর্তন করে ঈউড অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি পুনপ্রবর্তন।
- সার, কেরোসিন, ডিজেল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করে সেচ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করা এবং কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা সৃষ্টি;
- 'তৈরি পোশাক শিল্প মন্ত্রণালয় গঠনের' অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না করা; পোশাক শিল্পকে দর্জিগিরি বলে উপহাস;
- নতুন শিল্প স্থাপনে ব্যর্থতা : ৩ হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দেওয়া;
- অবাধ বাণিজ্যের নামে জাতীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতায় ফেলে ধ্বংস সাধন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠী ও দেশের আদিবাসীদের ওপর হামলা, হত্যা, সন্ত্রাস এবং তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা;
- 'বাংলাদেশকে আর্সেনিকের অভিশাপমুক্ত' করার ঘোষণা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা;
- 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' বাতিলের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা;
- ওয়াদা করেও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন গঠন না করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য 'স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা' চালুর ঘোষণা দিয়ে প্রতারণা করা;
- শ্রমজীবী, প্রান্তিক কৃষক ও গরিব মানুষ যারা কর্মজীবন শেষে কোনো পেনশন পায় না, সেইসব প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না করে প্রতারণা করা;
- পর্যায়ক্রমে বেকার ভাতা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা;
- এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযোগ করতে ব্যর্থতা;
- পূর্বমুখী নীতির নামে পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি নস্যাত এবং দেশকে একঘরে বন্ধুহীন করা।

নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত উলি-খিত ওয়াদাভঙ্গ ছাড়া জাতীয় সংসদের ১৯তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে মোট ১০৭৯টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে বাস্তবায়িত করেছে মাত্র ৩২৬টি এবং ৭৫৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না করে ওয়াদাভঙ্গের রেকর্ড স্থাপন করেছে।

(সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি-২০০৬)